যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 20·3
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের ক্যাডারভুক্ত করুন

উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি খুবই অবহেলিত এবং বহু পুরনো একটি পদ। একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে উপজেলায় সবচেয়ে বড় বিভাগ তথা ৪/৫শ' লোকের প্রশাসন পরিচালনা এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করতে হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এর চেয়ে অনেক কম জটিল ও ছোট বিভাগে অনেক বড় বড় অফিসার নিয়োগ করা হলেও এ পদটিকে এখনও ক্যাডারভুক্তই করা হয়নি। অথচ এ পদটি উপজেলা কৃষি বা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার পদের সমমান হওয়ার কথা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে এটি হল প্রধান অন্তরায়। অবস্থা এখন এমন যে, একজন ইউইও'র ছেলে ইউইও হয়ে দেখেন যে তার পিতা তার কলিগ হয়েছেন। এ অচলাবস্থা জরুরি ভিত্তিতে দূর করা দরকার। মাঠ পর্যায়ের এসব কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দেয়া দরকার। তাহলে সঠিকভাবে পলিসি নির্ধারিত হবে ও এদের মধ্যে পেশাদারিত্ব গড়ে উঠবে এবং এরা কাজের প্রতি আগ্রহী হবেন। অথচ এখন এমন জগাখিচুড়ি অবস্থা যে, ইউইও-এর বহু পরে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্য বিভাগের কর্মকর্তারা তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছেন। আর ইউইওদের বনসাই বানিয়ে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক এসব বনসাই থেকে কোনদিনই ভাল আউটপুট আশা করা যায় না।

বর্তমানে ইউইওদের উপরের দিকে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সরাসরি এডিপিইও/ডিপিইও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। কলেজ থেকে শিক্ষকদের এনে উচ্চ পদগুলোতে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে উপরের পদগুলো ব্লক হয়ে গেছে। কলেজ শিক্ষকরা নুতুন জায়গায় এসে বাস্তবতা বিবর্জিত পলিসি মাঠ পর্যায়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ফলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এতে করে শিক্ষার গতি ও মান দিন দিন আরও নিম্নমুখী হচ্ছে। এ অচলাবস্থা দূর করার জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালে পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি ইউইও নিয়োগ দেয়া শুরু করেছিলেন। ইউইওরা ভালভাবে কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে পরবর্তী সময়ে অনেকেই ক্যাডারভুক্ত অন্য চাকরি নিয়ে এখান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং এখনও সরছেন। এটা বন্ধ করতে হলে সরাসরি নিয়োগ এবং কলেজ শিক্ষকদের উপরের পদে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে এখনও অনেক নবীন ও যোগ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। যারা দক্ষ, মার্জিত ও উচ্চশিক্ষিত। এদের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি রয়েছে। এদের মধ্যে পেশাদারিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ইতিমধ্যেই তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং এদেরকে উপরের দিকে যেতে না দিলে প্রাথমিক শিক্ষার সত্যিকার উন্নয়ন কখনোই ঘটবে না। অতএব তাদের জন্য আলাদা প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার পদ সৃষ্টি এবং তাদের ওই ক্যাডার পদে জাতীকরণ করা খুবই জরুরি।

শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এটা যদি শুধু মুখের কথা না হয় তবে প্রশাসন এবং অন্যান্য বিভাগের সিভিল সার্ভিস চালু হয়ে দক্ষ ও সুশৃংখল প্রশাসন যদি বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে থাকে তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে কেন নয়? এ প্রশ্ন সবার কাছে। বিএনপি সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বড় বড় কাজ করেছে। যেমন নেপ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ চালুকরণ, ইউইওদের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ এবং সর্বশেষে প্রাগবিকে আলাদা মন্ত্রণালয় ঘোষণা ইত্যাদি এ সরকারের অসাধারণ সদিচ্ছার প্রতিফলন। প্রাথমিক শিক্ষায় ক্যাডার সৃষ্টির এ কাজটিও বর্তমান সরকারকেই করতে হবে।

শ্যাম প্রকাশে অনিরুদ্ধ